বাংলাদেশ আওয়ামি লীগ অষ্ট্রেলিয়া,দলের ৬১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করলো কেক কেটে :
প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামি লীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ

গত রবিবার ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যায় সিডনির রকডেলস্থ হাটবাজার রেস্তোয় বাংলাদেশ আওয়ামি লীগ এর ৬১তম প্রতিষ্ঠার্বাষিকী পালন করেছে । দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা , বিশিষ্ট শিল্পপতি, ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানে কেক কাটেন ।
শুরুতে আলোচনা অনুষ্ঠানে দলের দীর্ঘ ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন বক্তাগণ আলোচনা করেন ।আলোচনাকালে সিডনির বিশিষ্ট ব্যবসায়ি বিশেষ অতিথি আবুল হেলাল প্রধান অতিথির কাছ থেকে রাজনীতি ও অর্থনীতির বিস্তারিত তথ্যাদি জানার ইচছা প্রকাশ করেন । আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এর আহবায়ক জসীম চৌধুরী তার বক্তৃতায় দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিল্পপতি ষ্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের চেয়ারম্যান এর কাছথেকে প্রবাসিদের বিদেশী বিনিয়োগে সরকারের ভুমিকা ও সাহায্য সহযোগিতার তথ্যাদি জানার আগ্রহ প্রকাশ কবেন ।বঙ্গবন্ধু পরিষদ ও আওয়ামি লীগের শীর্ষ নেতা , খেক ,কলামিষ্ট ,ডঃ রতনলাল কুন্ড তার বক্তব্যে আওয়ামি লীগের দীর্ঘ ইতিহাস ও সরকারের অনেক সফলতার তথ্য তুলে ধরেন । বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি শেখ হাসিনার সচছ রাজনীতির বিস্তারিত তথ্যাদি ও উল্লেখ করেন আলোচনায় ।
প্রধান অতিথি তার সুর্দীঘ বক্তৃতায় আওয়ামি লীগের জন্ম তথ্য ,বঙ্গবন্ধুর মধ্য বয়সি রাজনীতির অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন । বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে কোন সময়ের চেয়ে উত্তম দাবি করে , বিশিষ্ট এই ব্যাংকার জানান ,বর্তমানে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের রির্জাভ ১০.৪ বিলিয়ন ইউ এস ডলার রয়েছে ।

তিনি প্রবাসী বাংলাদেশের মানুষের বৈদেশিক রিমিটেন্স আর ও গার্মেন্টস শিল্পের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরন করেন ,সেই সাথে বাংলাদেশের কৃষি শিল্পকে জাতিয় জীবনের চালক শক্তি বলে উল্লেখ করেন। সিডনিতে এসে আওয়ামি লীগের ৬১তম প্রতিষ্ঠার্বাষিকী পালন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ।প্রধান অতিথি বিভক্তি ও কোন্দল মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সবাইকে কাজ করার পরার্মশ দেন । তিনি আরও বলেন তাই বলে আমি কোন্দল মিটাতে অষ্ট্রেলিয়াতে আসিনি । জানতেও আসিনি কে কোন গ্রুপের । তবে সিডনির মানুষের আজকের এই উপস্থিতি আমাকে মুগ্দ করেছে । অতিথি ,প্রবাসিদের আন্তরিকতা ,ও কঠোর পরিশ্রমের অর্থে বাংলাদেশেযে শক্তিশালি ভিত গড়ে উঠেছে তা অব্যাহত রাখার অনুরুধ জানান ।
অনুষ্ঠানের সভাপতি হারুন রশীদ আজাদ, বাংলাদেশ আওয়ামি লীগ প্রতিষ্ঠার ১৯৪৯ সালথেকেই বাঙ্গালী জাতির মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপট হিসাবে গন্য কবেন ,১৯৫৪'র যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, ১৯৬৬'র ৬ দফা দাবির মধ্যদিয়ে গণ জাগরন সৃষ্টির ফসল ,১৯৬৯ সালে সৈরশাসক আইয়ুব খান সরকারের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান , ৭০'র গণভোটে বাঙ্গালীজাতির নিরুংকুশ বিজয়ের শিবোমনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একক নেতৃত্বের স্বীকৃতি পান । সেদিন পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছিল ৭০'র বিজয় বাঙ্গালীজাতির ছিল চির বিজয় ,কারণ তখন থেকেই ঢাকা হত পাকিস্তানের রাজধানী । ইসলামাবাদের কুটনীতি পাড়া আসত ঢাকায় । জাতিয় সংসদ বসত ঢাকায় ,ঢাকা রাজধানী হলে নিয়মের ধারায় সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু হতো ঢাকা , তাই ক্ষমতা ধরে রেখে পাকিস্তানিরা বাঙ্গালীজাতিকে ঠেলে দিয়েছে দুই শর্তে , তাহল , হয় চুপ থাক, নয় যুদ্ধকরে নাও । আমরা চুপ নয় যুদ্ধকরেই স্বাধীনতা অর্জনের সপথ নেই ,আওয়ামি লীগের নেতৃত্বে ।সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ঘোষনা ও পাকিস্তা নিদের প্রতি তার চ্যালেঞ্জ অনন্তকালের ইতিহাসের সাক্ষী । বিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু, যিনি জাতিসংঘের ৪নং অনুচেছদ বিরুধী ঘোষনার মধ্যদিয়ে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে তুলে এনেছেন। সুদীর্ঘ ইতিহাসেরএক উজ্জল নক্ষত্রের নাম আজকের আওয়ামি লীগ ।৬১বছরের গর্বিত ইতিহাসের আওয়ামি লীগকে ধংসকরারশক্তি এধরণিতে এখনো জন্মেমনি । অনুষ্ঠানশেষে অতিথিদের নৈশ ভোজে আপ্যায়ন করা হয় ।

বাংলাদেশ আওয়ামি লীগের ৬১তম
প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও আজকের বাংলাদেশ
শীর্ষক আলোচনা :
কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ
বাংলাদেশ আওয়ামিলীগ অষ্ট্রেলিয়া